এসবি মুভিজ নিবেদিত

ছোটদের ছবি

# জয়

চিত্রনাট্য • পরিচালনা

গুরু বাগচী

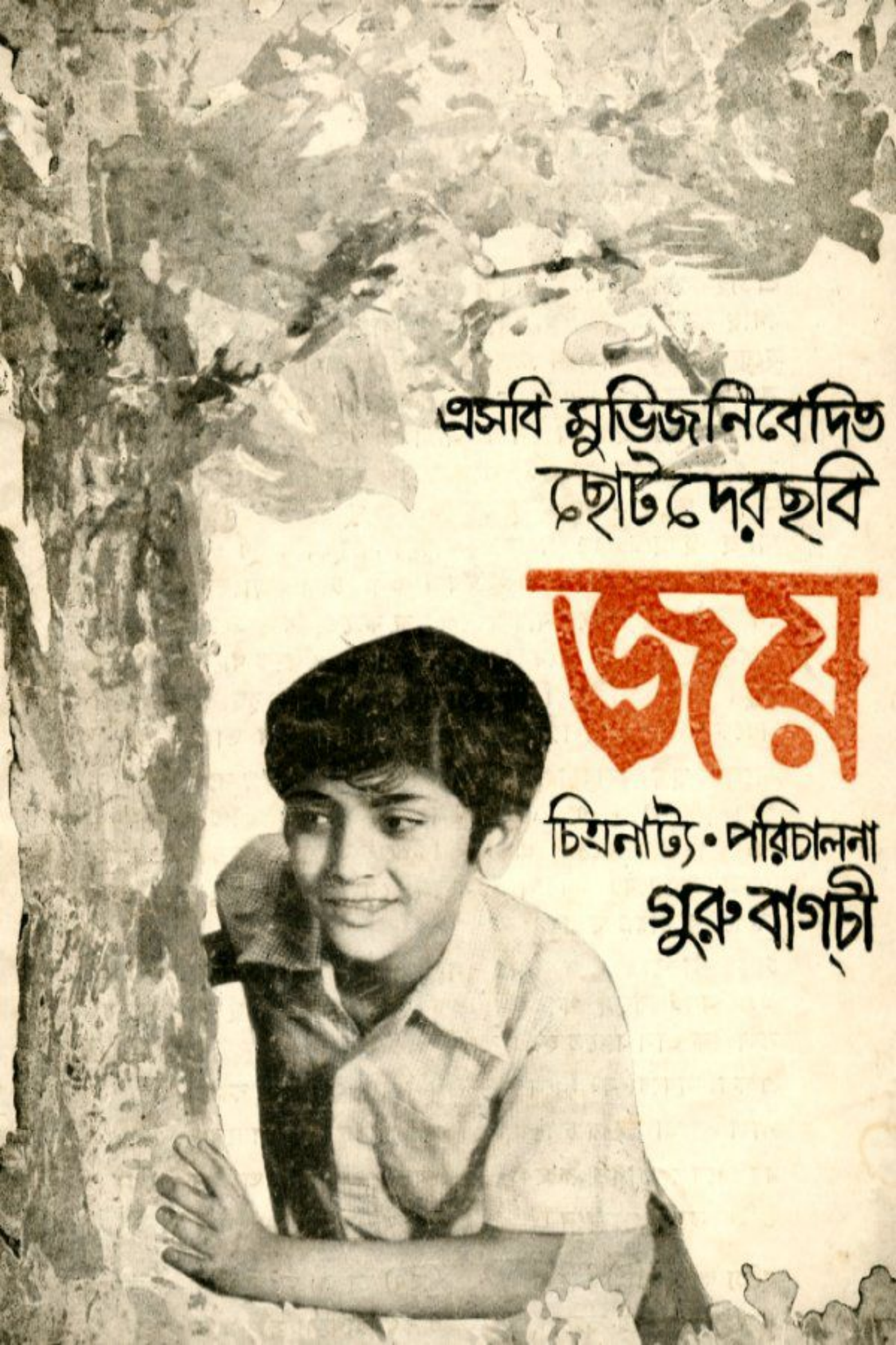

"এ কথা রাখবো সদা মনে -
সারাদিন ভালো হয়ে চলবো,
মন দিয়ে লেখাপড়া করবো,
ভক্তি করবো গুরুজনে।"

ছোটদের ছবি

# জয়

প্রত্যহ সকালে এই প্রার্থনা করে জয়। প্রার্থনার কথাগুলি গেঁথে গেছে তার মনে। মা বাপ মরা এগারো বছরের ছেলে জয় মানুষ হয়েছে অতি সাধারণ ভাবেই। তার বাবা স্বেচ্ছায় যে বিষয় সম্পত্তি ছেড়ে গেছেন তারই মালিক আজ পিসি, সেই পিসির কাছেই আশ্রয় পায় জয় যে পিসি আবার "পিসিমা" বলে ডাকা পছন্দ করেন না। যাকে আন্টি বলতে হয়। নতুন এই পরিবেশে আন্টির মনমত নিজেকে গড়ে তুলতে জয়ের খুবই কষ্ট হয়। তার ওপর আছে দুবছরের বড় পিসতুতো দাদা পিকলু যে সম্পূর্ণ তার বিপরীত চরিত্রের ছেলে যাকে এক কথায় বলা চলে বজ্জাতের চূড়ামনি। সে উঠে পড়ে লেগে যায় জয়কে জব্দ করতে, কিন্তু জয়ের সদ্‌গুণের কাছে প্রতি পদে পদে সে হেরে যায় - খুঁজতে থাকে—আবার নতুন ফন্দী। কিন্তু পিসতুতো দিদি চুমকী আর বৃদ্ধা আয়া লছমী জয়কে সত্যিই ভালবাসে, তারা দুজনে আগলে রাখে তাকে।

নিজের সুন্দর ব্যবহার, নির্লোভ স্বভাব আর সহজ সরল প্রকৃতির গুণে জয় একে একে স্কুলের সহপাঠি শিক্ষক ও প্রতিবেশীদের প্রিয়জন হয়ে ওঠে। এমনকি কিপটে বুড়োর মত কঠিন প্রাণের একজন মানুষের মন অতি সহজেই সে জয় করে নেয়, পাল্টে যায় কিপটে বুড়োরও স্বভাব।

চাকর বাকরের সঙ্গে কথা বলা বা গরীব দুঃখীর সঙ্গে মেলামেশা করা আন্টি পছন্দ করেন না। কিন্তু জয় যে শিখেছে সবাই মানুষ, সবাইকে ভালবাসতে হয়।

এ কথা রাখবো সদা মনে— খুশী মনে সব কাজ করবো,
সারাদিন ভাল হয়ে চলবো, সবারে বন্ধু বলে মানবো,
মন দিয়ে লেখাপড়া করবো, (যেন) সেবা করি, আমি দুখীজনে
ভক্তি করবো গুরুজনে। এ কথা রাখবো সদা মনে ॥

সত্যি কথা আমি বলবো (যেন) ভালো আমি বাসি প্রতিজনে
সকলের মন জয় করবো, এ কথা রাখবো সদা মনে

—সবিনয় নিবেদন—

মাননীয় মহাশয়—মাননীয়া মহাশয়া,

আমাদের নিবেদিত ছোটদের শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র **"জয়"** বর্তমানে রূপবানী, অরুণা, ভারতী ও অন্যান্য চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হইতেছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ এই চলচ্চিত্রটি দেখিয়া উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন, একবাক্যে সকলেই বলিয়াছেন যে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর এই চলচ্চিত্রটি দেখা উচিত। আমরা আশা করি আপনি আপনার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের এই চলচ্চিত্রটি দেখিতে উৎসাহিত করিবেন।

৫০/২, লেনিন সরণী, কলি-১৩
ফোন—২১-২৩৩৪

বিনীত—
**এস্‌বী মুভীজ**

Dr. N. R. Kar
Director of Public Instruction, W. B.
and
Secretary to Education department.
( Ex-officio )
Govt. of West Bengal.
Dt. Calcutta May, 26, 1977.

I have seen the Bengali Feature film "Joy" on 25th May which has been produced by Esbee Movies and I would recommend it for the exemption of Amusement Tax.

The film is an interesting one dealing with the problem and issues of mental and moral education of young children. As most of the films now-a-days are prepared with a commercial interest this film having much educational value deserves support from the government in the form of exemption of Amusement Tax.

Sd/- Dr. N. R. Kar
Director of Public Instruction
West Bengal
and Secretary, Education Deptt.
( Ex-officio )

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ
৭৭/২, পার্কষ্ট্রিট
কলিকাতা-১৬
৭ই এপ্রিল, ১৯৭৭।

চলচ্চিত্রে 'জয়' নামক বইখানি দেখে অশেষ আনন্দ লাভ করেছি। পরীক্ষামূলকভাবে যেদিন এই ছবিখানি দেখানো হয় সেদিন শিক্ষাব্রতী ও সুসাহিত্যিক অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সাধারণতঃ, আগাগোড়া শিশুদের উপযোগী সিনেমার বই বেশি চোখে পড়ে না। অথচ, তরুণ বিদ্যার্থীদের চরিত্র গঠনে চলচ্চিত্রের প্রভাব অনেকখানি। তাই শিশু ও কিশোর কিশোরীদের উপযোগী কোনো ভাল বই তৈরী হলে উৎসাহিত বোধ করি।

বড়দের রূঢ় ও বিবেচনাহীন ব্যবহার শিশুমনকে কতখানি কলুষিত করে, আবার সদয় ও সহানুভূতিশীল ব্যবহার কেমনভাবে শিশুমনের উপর সুপ্রভাব বিস্তার করে, এই দুই রকম চিত্র পাশাপাশি থাকায় "জয়" বইখানি অনেকদিক থেকে শিক্ষনীয় হয়েছে। শুধু ছেলেমেয়েরা কেন, অভিভাবকরাও এই ধরণের চলচ্চিত্র দেখে শিক্ষালাভ করবেন, এই বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

*শ্রীসত্যেন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়*
সভাপতি,
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ।

Chief Justice
High Court, Calcutta

কলিকাতা
৫ই এপ্রিল, ১৯৭৭

এস্‌বী মুভীজ্‌ প্রযোজিত ও শ্রীগুরু বাগচী পরিচালিত শিশু শিক্ষামূলক চিত্র "জয়" এর প্রাক্‌-মুক্তি বিশেষ প্রদর্শন আমি দেখেছি। চিত্রটি আমার এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত খ্যাতিমান শিল্পী, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ্‌দের সবারই খুব ভাল লেগেছে।

আমাদের দেশে সত্যিকার শিক্ষামূলক শিশু চলচ্চিত্রের বড়ই অভাব। সে ক্ষেত্রে এস্‌বী মুভিজ নিবেদিত "জয়" একটি সার্থক প্রয়াস। এই চলচ্চিত্রটি সব শিশু ও কিশোরদের দেখা উচিত এবং আমি আশা করি এর প্রচারের জন্য আমাদের সরকার ও শিক্ষা বিভাগ সর্বপ্রকার সাহায্য করবেন।

*শংকর প্রসাদ মিত্র*
পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিচারপতি

Dr. R. C. Majumdar
4, Bepin Pal Road.
Calcutta-26
3/4/77

'জয়' চিত্রখানি দেখিয়া ভালই লাগিল। কিশোর ও বালকদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে হয়।

*শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার*

PRACYAVANI
(Institute of Oriental Learning)
ESTD. 1943
Phone : 35-1995

*From* :—
Dr. Roma Chowdhuri

3, Federation Street.
P. O. Amherst Street.
Calcutta-9
Dated—8/8/77

'এস্‌বি পিকচার্সের' শিশু-শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র "জয়" দেখে বিশেষ আনন্দ লাভ করলাম। আমাদের পরমাদরের ছেলে-মেয়েরা এই চলচ্চিত্রটি দেখে একধারে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের দেশে ছোটদের জন্য চলচ্চিত্র এখনও অতি অল্প। সেজন্য এই সুন্দর চলচ্চিত্রটির বহুল প্রচার বিশেষ বাঞ্ছনীয়। সুতরাং, এই চলচ্চিত্রটিকে প্রমোদকর মুক্ত করা নিতান্তই প্রয়োজন।

যাঁরা এই শুভকার্যে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁরা আমাদের অভিনন্দন যোগ্য। তাঁদের জানাই আমাদের শুভেচ্ছা, মঙ্গলাশীর্বাদ, শ্রদ্ধা-প্রীতি।

পরমানন্দময়ী পরমা জননীর অতুল কৃপায় আপনাদের পুণ্যধন্য জীবন চিরমধুময় হোক্। ইতি—

নিত্যশুভার্থিনী
রমাদি
( *রমা চৌধুরী* )

ফোন : ৩৪-৪৫৮১

নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতি
১৫ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রিট,
কলিকাতা-১২

এসবি মুভীজ-এর পরিবেশিত বাচ্চা শিল্পীদের সু-অভিনিত 'জয়' ছায়াছবি দেখে ভালই লাগলো। আমাদের এই দেশে ছোটদের উপযোগী ছায়াছবির অভাব লক্ষণীয়। চিত্র প্রযোজকদের সেই লক্ষণীয় অভাব মোচনে আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবী রাখে। 'জয়' ছবি দেখে শুধু ছোটরাই অনুপ্রাণিত হবে না—বড়োরাও খুসী হবেন। 'জয়'-এর যাত্রা হোক শুভ, উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টা হোক সফল!

*অনিলা দেবী*
৭ই এপ্রিল ১৯৭৭ সাল।

শিবরাম চক্রবর্তী

১৩৪, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রিট,
কলিকাতা-৭

আমাদের দেশে ছোটদের জন্য একধারে শিক্ষামূলক আর আনন্দপ্রদ ছবি খুব কম হয়। "জয়" দেখলাম সেই রকমের একটি ছবি। শুধু ছোটরাই নয়, বড়রাও এর থেকে প্রচুর আনন্দ পাবেন। আমাদের সরকারের এই ধরণের ছবি যাতে হয়, আরো, আরো হয় সেজন্য সর্বতোভাবে সহায়তা করা উচিত।

*শিবরাম চক্রবর্তী*
৫/৪/৭৭

শ্রীঅখিল নিয়োগী
(স্বপন বুড়ো)

ফোন : ৩৫-৭৮৭৮
২৫, রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

শ্রীগুরু বাগ্‌চী যে নতুন করে ছোটদের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন এ জন্যে ৭৫ বছর বয়সেও উৎসাহ বোধ করছি।

ছোট ছেলেমেয়েরা "জয়" চিত্রে যে অভিনয় করেছে তাতে আমি প্রচুর আনন্দ লাভ করেছি। সংগঠনমূলক এই জাতীয় কাজে যাঁরাই এগিয়ে আসবেন তাঁরাই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে শিশু কিশোরদের কথা কেউ ভাবেন না। সারা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অতি বেদনা নিয়ে এই কথা বলছি। দেশে ধনীর অভাব নেই। তাঁরা যদি ছোটদের চিত্র নির্মাণে ও শিশুদের গড়ে তোলবার কাজে এগিয়ে আসেন, তবে সত্যি তাঁরা পুণ্যের কাজ করবেন।

"জয়" অগ্রগতির পথে এগিয়ে গিয়ে শিশু চিত্তকে জয় করুক এই কামনা জানাই।

শুভার্থী —
*স্বপন বুড়ো*
৪/৪/৭৭

প্রেমেন্দ্র মিত্র

57, Narish Chatterji Street
Cal-26

এস্‌বী মুভিজ এর "জয়" ছবিটি দেখে রীতিমত খুশিত' হয়েছিই আমাদের চিত্র জগতের একটি বড় অভাব পূর্ণ হওয়া সম্বন্ধে আশান্বিতও হয়েছি। বড়দের জন্যে বেশ কিছু ভালো ছবি বাংলায় অবশ্য হয়েছে কিন্তু সত্যিকার শিশুদের নিয়ে তাদের উপযুক্ত ভালো ছবি নেই বললেই হয়। "জয়" ছবিটি সে দিক দিয়ে একটি সার্থক সাহসী প্রচেষ্টা। এ ধরণের ছবি নিজগুণেই দর্শক মহলের সমাদর পাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এ জাতীয় ছবি যাতে এখনকার মত বিরল না থাকে তার জন্যে জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের আরো কিছু সমর্থন ও সহযোগিতা প্রয়োজন বলে মনে করি। 'জয়'-এর মত আদর্শভিত্তিক এবং সেই সঙ্গে অতি সরস ছবি যে কিশোর বয়সের ছাত্রছাত্রী সকলকেই দেখানো উচিত, এ ছবি দেখবার পর বিজ্ঞ বিবেচক চিত্র রসিক মাত্রেই তা আশা করি স্বীকার করবেন। ছবিটির ব্যাপক প্রদর্শন সুলভ করবার জন্যে সরকারী করমুক্তির আবেদন তাই একান্ত সঙ্গত মনে হয়।

*প্রেমেন্দ্র মিত্র*

৪।৪।৭৭

ফোন : ৪৫-৫৭৫৯

বিমল মিত্র

২৯।১/১, চেতলা সেন্‌ট্রাল রোড,
কলিকাতা-২৭

এস্‌বী মুভিজ-এর তৈরী ছবি 'জয়' দেখে এসেছি। দেখে এসে পর্য্যন্ত অভিভূত হয়ে রয়েছি। আমার ইচ্ছে ছবি দেখে আমি যে আনন্দ পেয়েছি সে আনন্দ আমাদের দেশের কোটি কোটি ছেলে-মেয়ে পাক। ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনে এই ছবিটি অত্যন্ত সহায়ক হবে বলে মনে করি। সেই দিক থেকে এ ছবিকে সকলের আগে 'করমুক্ত' করা উচিত। এ ছবির অনবদ্য শিক্ষাপ্রদ গল্প আমার মত দর্শককে পর্য্যন্ত চমকে দিয়েছে। পরিচালক গুরু বাগচীকে আমি এই ছবির জন্যে আন্তরিক ভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

*বিমল মিত্র*

৩।৪।৭৭

Dr. Sushil Roy

59/B, Kankulia Road.
Cal—29
Ph. No. : 46-3767

৮.৪.১৯৭৭

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের আমন্ত্রণে আপনার পরিচালনায় প্রস্তুত 'জয়' চিত্রটি দেখে খুব ভালো লাগল।

ছবিটি দেখে প্রথমেই মনে হল এটি হচ্ছে শিশুদের মানস-গঠনের প্রাথমিক মন্ত্র। কোন্‌টা সু এবং কোন্‌টা বা কু—উপদেশ দিয়ে তা বুঝিয়ে বলা যায় বটে, কিন্তু এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে তা বেরিয়ে যায়। কিন্তু আপনার ছবিতে সেই ভালো আর মন্দ পাশাপাশি স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে, শিশুদের মনে তা দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে যাবেই। যত পীড়ন লাঞ্ছনা বা অবিচার হোক না, সব শেষে যে সত্যের জয় হয় আপনাদের 'জয়' তার প্রত্যক্ষ আলেখ্য।

জয়ের মুখে যে গানটি দিয়েছেন, আমাদের গৃহের শিশুরা মাঝে মাঝেই সেই গানটি গুণগুণ করছে - এটাই প্রমাণ যে যাদের জন্যে ছবিটি তৈরী তাদের মর্মে গিয়ে এটি পৌঁছেছে।

আশা করি ভালো আছেন।

আপনার অধিকতর সাফল্য কামনা করি।

আপনাদের

**শ্রীযুক্ত গুরু বাগচী**

**সুশীল রায়**

Bani Ray

"Bani Mandir"
73, Southern Avenue
Calcutta-29
Phone No. : 46-2520
4 4.77

সঙ্গীতের মাধুর্য্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আবেদন দিয়ে শ্রীযুক্ত গুরু বাগচী তাঁর 'জয়' চিত্রখানি নির্ম্মাণ করেছেন অপরিসীম কলাচাতুর্য্যে। নবাগত আনন্দ মুখোপাধ্যায়ের গল্প ভিত্তি করে যে শিক্ষামূলক চমৎকার শিশু চিত্রটি পরিচালক উপহার দিলেন সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। শিশু অভিনেতাদের এমন শিক্ষা দেওয়া কত শক্ত আমরা সেটা উপলব্ধি করতে পারলাম। যদি আমাদের সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ এ জাতীয় শিক্ষামূলক চিত্র গঠনে অগ্রসর হয়ে আসেন সহায়তা নিয়ে, তবে হয়তো আমাদের ছেলেমেয়েরা কিঞ্চিৎ অনাবিল আনন্দ শিক্ষাসহ পেতে পারে।

**বাণী রায়**

এসবি মুভিজ নিবেদিত

ছোটদের ছবি

# জয়

প্রযোজনা ঃ কৃষ্ণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৈলাশ বাগচী / চিত্রনাট্য পরিচালনা ঃ গুরু বাগচী / কাহিনী, গীত, সংগীত ঃ আনন্দ মুখোপাধ্যায় চিত্র গ্রহণ ঃ মণীশ দাশগুপ্ত / সম্পাদনা ঃ নানা বসু

অভিনয়ে ঃ পার্থ দাশগুপ্ত, অরুণাভ অধিকারী, তরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, সুলতা চৌধুরী, পদ্মা দেবী, সোমা মুখোপাধ্যায়, শিশির বন্দ্যোপাধ্যায়, বুলবুল চৌধুরী, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, কালীপদ চক্রবর্ত্তী এবং দিলীপ রায় প্রভৃতি।

---

এসবি মুভিজের পক্ষে কৃষ্ণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং জনপদ প্রেস, কলিকাতা-৩৬ হইতে মুদ্রিত।